বাংলা ছোটগল্পের ধারায় পরশুরামের অবদান আলোচনা করো?

বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের ইতিহাসে রাজশেখর বসু পরশুরাম ছদ্মনামে বিশিষ্ট ছোট গল্পকার। তিনি বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হাস্যরসের স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে পরশুরাম এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যিনি বিশুদ্ধ ও অনাবিল হাস্যরসের স্রষ্টা। প্রমথ চৌধুরী যেখানে মার্জিত পরিশীলিত এবং গ্রাম্য ভাঁড়ামি থেকে মুক্ত বুদ্ধির হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, সেখানে পরশুরাম স্নিগ্ধ ও অনাবিল রূপ দিয়ে হাসির উপাদানকে সাজিয়েছেন।

'পরশুরাম' রাজশেখর বসুর ছন্মনাম। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষে' প্রথম গল্প 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশের সময় 'শ্রী পরশুরাম' নামটি ব্যবহৃত হয়েছিল, পরে রাজশেখর 'শ্রী' আর ব্যবহার করেননি। আবার 'কজ্জলী' প্রকাশের সময় লেখক পরশুরাম ছদ্মনাম ত্যাগ করে 'উপরিচয় বসু' ছদ্মনাম ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের আপত্তিতে লেখক শেষপর্যন্ত 'পরশুরাম' ছদ্মনাম আর ত্যাগ করেননি। মূলত গল্প কবিতা রচনার ক্ষেত্রে লেখক 'পরশুরাম' ছদ্মনামে ব্যবহার
করেছেন এবং আলোচনা, অনুবাদ, নিবন্ধ, অভিধান প্রভৃতি রচনার ক্ষেত্রে লেখক নিজের নাম ব্যবহার করেছেন।

পরশুরামের গল্পসংগ্রহে রয়েছে 'গড্ডলিকা' (১৯২৪), 'কজ্জলী' (১৯২৭), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭), 'গল্পকল্প' (১৯৫০), 'হিতোপদেশের গল্প' (১৯৫০), 'ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প' (১৯৫২), 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' (১৯৫৩), 'নীলতারা ইত্যাদি গল্প' (১৯৫৬), 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প' (১৯৫৭) ইত্যাদি।
পরশুরাম স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর গল্প সংগ্রহের জন্য। পরশুরামের সাহিত্য হল অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত অনুযায়ী 'সুবুদ্ধিবিলাস'-এর প্রকাশ। পরশুরামের বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতাকে সুনীতিবাবু 'most uncommon common sense বা সুবুদ্ধিজ্যোতি' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অজিত দত্ত 'বাংলা সাহিত্য হাস্যরস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই uncommon common sense-এর অভাবহেতুই আমাদের আচরণ, কার্যকলাপ ও কথাবার্তা সময় সময় নিতান্ত হাস্যজনক হয়ে দাঁড়ায়।

রাজশেখর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত যুক্তিনিষ্ঠ সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে সেগুলির অসংগতি ও অসামঞ্জস্য সুস্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। অজিত দত্ত আরও জানিয়েছেন, রাজশেখর 'আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিশ্লেষক ও সমালোচক। কিন্তু তাঁর common sense-এর আলোকে দেখলে সবই প্রচুর হাস্যজনক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালি মানসিকতা এবং বাংলা সাহিত্য যখন নানান দোলাচল চিত্তবৃত্তিতায় ক্ষতবিক্ষত এবং নেতিবাচক চিন্তায় সংশয়াচ্ছন্ন তখন পরশুরামের গল্পের হাস্যরস কৌতুকরস আমাদের এক স্বতন্ত্র জগতে নিয়ে যায়। সমকালীন মানুষের জীবনাচরণের অসঙ্গতি, মূলবোধের অবক্ষয় তাঁর গল্পে ব্যঙ্গ মিশ্রিত কৌতুকরসের ফল্গুস্রোতের ধারা বইয়ে দিয়েছে।

সমাজের ভণ্ডামি, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা, মিথ্যাচার তাঁকে পীড়া দিয়েছে। এইসমস্ত বিষয়কে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন এবং সৃষ্টি হয়েছে স্নিগ্ধ হাস্যরস। অসাধারণ কল্পনাশক্তি স্নিগ্ধ—হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। তবে পরশুরামের গল্পের মূল সম্পদ স্নিগ্ধ হাস্যরস নয়। এই প্রসঙ্গে শুভঙ্কর ঘোষ 'পরশুরামের হাসির গল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও মূল্যায়ন' প্রবন্ধে লিখেছেন অনাবিল স্নিগ্ধ হাস্যরস সর্বদা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে না। হাস্যরসের আর একটি ধারা তীক্ষ্ণ তীব্র পক্ষপাতিত্ব দুষ্ট হলেও high seriousness-এর জন্য বয়স্ক পাঠকের কাছে অধিকতর উপভোগ্য। পরশুরামের প্রথম পর্বে fun বা humour অল্পবয়সী বা অর্ধশিক্ষিত পাঠকের বেশি ভালো লাগতে পারে। কিন্তু শেষপর্বে wit বা satire নিশ্চয়ই সাবালক ও বুদ্ধিমান পাঠককে বেশি আকর্ষণ করবে।

পরশুরামের গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মতন,— এ বিষয়ে তিনি যথার্থই ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরসূরী। তথাপি তিনি কখনও কাউকে অনুকরণ করে গল্প লেখেননি। পরশুরামের কৌতুক রসাশ্রিত হাস্যরসের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'চিকিৎসা-সঙ্কট', 'লম্বকর্ণ','রটন্তীকুমার', 'চিঠিবাজি', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'দক্ষিণরায়', 'নীলতারা' 'আনন্দবাঈ' 'হনুমানের স্বপ্ন' ইত্যাদি। কৌতূকরস সৃষ্টির জন্য সমাজের কোনো উপাদানকে লেখক বাদ
দেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সাহিত্যের অনেক উপাদান নীতিবিরোধী, অনেক উপাদান পরস্পর বিরোধী, কিন্তু কৃতী রচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। নিপুণ পাচক কটু তিক্ত মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে সুখাদ্য প্রস্তুত করে। নিপুণ সাহিত্যেকের পদ্ধতিও অনুরূপ। তাঁর হাস্যাত্মক চরিত্র, হাস্যময় পরিস্থিতি এবং হাস্যময় সংলাপ পাঠককে ভিন্ন জগতের অধিবাসী করে দেয়।

গড্ডালিকা : পরশুরামের পাঁচটি গল্পের সংকলন হল 'গড্ডলিকা' (১৯২৪)। এটি পরশুরামের প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থ। পরশুরাম তাঁর পূর্ববর্তী ব্যঙ্গ কৌতুক শিল্পী যে সব নকশা জাতীয় রচনা লিখেছিলেন তা।থেকে সরে এসে গ্রন্থে গল্পরস পরিবেশনের ওপরেই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। 'উদ্ভট কল্পনা ও অনাবিল হাস্যরসের প্রবাহ', আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-দৈন্যতা-আচার-আচরণ এই গ্রন্থের গল্পগুলিকে সার্থক করে তুলেছে। সাধু ও তথাকথিত গুরুবাদের বিরোধিতা করেছেন 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এ। দাম্পত্য জীবনের চিত্র আছে 'ভূশণ্ডীর মাঠে'। নর-নারীর বিচিত্র জীবন বর্ণিত হয়েছে 'চিকিৎসা সংকটে' এবং 'লম্বকর্ণ'-তে। অতি প্রাকৃত চিন্তা আছে 'ভূশণ্ডীর মাঠে'। 'গড্ডালিকা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'লেখার দিক হইতে বইখানি আমার কাছে বিস্ময়, ইহাতে আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে যে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা, রেখার ধারা, সমানতালে চলে, কেহ কাহারও চেয়ে খাটো নহে। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায় ভাবে ও ভঙ্গিতে ডাহিনে বামে করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পালাইবার ফাঁক নাই।'

যতীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রই পরশুরামকে প্রেরণা জুগিয়েছে। আর পরশুরাম যে ব্যঙ্গবান বিদ্ধ করেছেন তা ত্রৈলোক্যনাথেরও ওপরে চলে গেছে। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে পরশুরামের একমাত্র দোসর ত্রৈলোক্যনাথ। মুখোপ্যাধ্যায়। রচনার পরিমাণ, শ্রেণিভেদ ও বৈচিত্র্যে ত্রৈলোক্যনাথ বোধ করি পরশুরামের ওপর। আবার
রচনার সূক্ষ্মতায়, বুদ্ধির অনুশীলনে পরশুরামের শ্রেষ্ঠতা।